“আমার রমাদান কেমন হবে”-২০২৬

৫ম পর্ব

আনুগত্য

আসসালামু’আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ

Sisters' Forum In Islam

আনুগত্য

পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র ও সংগঠন সর্বত্র আনুগত্য এক অপরিহার্য বিষয়। এগুলির কোন স্তরে আনুগত্য না থাকলে সেটা ভালভাবে চলবে না, সেখানে নিয়ম-শৃংঙ্খলা থাকবে না। ফলে সেখানে কোন কাজ সুচারুরূপে পরিচালিতও হবে না। তাই সর্বস্তরে আনুগত্যের কোন বিকল্প নেই। যার ঈমান যত পরিচ্ছন্ন ও নির্ভেজাল তার আনুগত্য তত পরিচ্ছন্ন ও নির্ভেজাল।অন্য কথায়,যার আনুগত্য যত পরিচ্ছন্ন ও মজবুত বুঝতে হবে তার ঈমান ততটা সুন্দর ও মজবুত।ঈমানের মজবুতির উপরই মূলত আনুগত্যের মজবুতি নির্ভর করে।

আনুগত্য শব্দটি বাংলা।এর আরবী হচ্ছে এতায়াত;এর বিপরীত হল মাছিয়াত বা এছইয়ান।যার দ্বারা নাফরমানী করা,হুকুম অমান্য করা বুঝায়। আনুগত্য শব্দটি অনুগত হওয়া,মান্য করা,মেনে চলা,স্বতঃস্ফুর্ত অনুসরণ,আদেশ-নিষেধ পালন করা,অক্ষরে অক্ষরে পালন করা,মাথা পেতে নেয়া,কথা মত চলা প্রভৃতি অর্থে ব্যবহৃত হয়। আনুগত্য অর্থ : কোন প্রতিবাদ, বিতর্ক ও পরিবর্তন ব্যতিরেকে আদেশ-নিষেধ শ্রবণ করা বা মান্য করাই হচ্ছে আনুগত্য।

আনুগত্যের প্রকার : আনুগত্যকে দু'ভাগে ভাগ করা যায়। যথা- ক. নিষিদ্ধ আনুগত্য খ. ফরয ও ওয়াজিব আনুগত্য।

ক. নিষিদ্ধ আনুগত্য :

নিষিদ্ধ আনুগত্য বলতে বুঝায় আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (ছাঃ) যাদের আনুগত্য ও অনুসরণ করতে নিষেধ করেছেন। যেমন-

১. কাফের ও মুনাফিকদের আনুগত্য ' فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِيْنَ وَجَاهِدْهُم بِهِ جِهَادًا كَبِيْرًا অতএব তুমি কাফেরদের আনুগত্য করো না এবং তুমি তাদের বিরুদ্ধে এর সাহায্যে কঠোর সংগ্রাম কর' (ফুরক্বান ২৫/৫২)।

২. আহলে কিতাবদের আনুগত্য : আহলে কিতাব তথা ইহুদী-নাছারাদের আনুগত্য করতে আল্লাহ নিষেধ করেছেন। তিনি বলেন,

' يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا إِنْ تُطِيْعُوْا فَرِيْقًا مِنَ الَّذِيْنَ أُوتُوْا الْكِتَابَ يَرُدُّوْكُم بَعْدَ إِيْمَانِكُمْ كَافِرِيْنَ- হে মুমিনগণ! যদি তোমরা আহলে কিতাবদের কোন একটি দলের কথা মেনে নাও, তাহ'লে ওরা তোমাদেরকে ঈমান আনার পর পুনরায় কাফের বানিয়ে ফেলবে' (আলে ইমরান ৩/১০০)।

৩. অধিকাংশ মানুষের অনুসরণ করা :'অতএব যদি তুমি জনপদের অধিকাংশ লোকের কথা মেনে চল, তাহ'লে ওরা তোমাকে আল্লাহর পথ থেকে বিচ্যুত করে দিবে। তারা তো কেবল ধারণার অনুসরণ করে এবং অনুমান ভিত্তিক কথা বলে' (আন'আম ৬/১১৬)।

৪. মিথ্যাবাদী, পাপিষ্ঠদের আনুগত্য :'অতএব তুমি মিথ্যারোপ- কারীদের আনুগত্য করবে না' (কলম ৬৮/৮)।

'আর তুমি তার আনুগত্য করবে না, যে অধিক শপথ করে, যে লাঞ্ছিত' (কলম ৬৮/১০)।

'আর তোমরা সীমালংঘনকারীদের আদেশ মান্য কর না' (শু'আরা ২৬/১৫১)।

'আর তুমি ঐ ব্যক্তির আনুগত্য কর না যার অন্তরকে আমরা আমাদের স্মরণ থেকে গাফেল করে দিয়েছি এবং সে তার খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করে ও তার কার্যকলাপ সীমা অতিক্রম করে গেছে' (কাহ্ফ ১৮/২৮)।

Sisters' Forum In Islam

খ. ফরয বা ওয়াজিব আনুগত্য :

মহান আল্লাহ, তদীয় রাসূল ও আমীরের আনুগত্য করা ওয়াজিব। আল্লাহ বলেন, يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا أَطِيْعُوا اللهَ وَأَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ- ‘হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা আনুগত্য কর আল্লাহর এবং আনুগত্য কর রাসূলের ও তোমাদের নেতৃবৃন্দের’ (নিসা ৪/৫৯)।

১। আল্লাহর আনুগত্য :

আল্লাহর আনুগত্য করা প্রত্যেক প্রাপ্ত বয়স্ক মুসলিম ব্যক্তির উপরে ফরয (নিসা ৪/৫৯)।

হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহর আনুগত্য কর এবং রাসূলের অনুসরণ কর আর নিজেদের আমল বিনষ্ট করো না। (মুহাম্মদ: ৩৩)

আল্লাহর আনুগত্যের ক্ষেত্রে কোন কিছু বাধা হয়ে দাঁড়ালে সেটা পরিহার করে আল্লাহর আনুগত্যের উপরে অটল থাকতে হবে। আল্লাহ বলেন, আর যদি পিতা-মাতা তোমাকে চাপ দেয় আমার সাথে কাউকে শরীক করার জন্য, যে বিষয়ে তোমার কোন জ্ঞান নেই, তাহ’লে তুমি তাদের কথা মানবে না। তবে পার্থিব জীবনে তাদের সাথে সদ্ভাব রেখে বসবাস করবে। আর যে ব্যক্তি আমার অভিমুখী হয়েছে, তুমি তার রাস্তা অবলম্বন কর। অতঃপর তোমাদের প্রত্যাবর্তন আমারই নিকটে। অতঃপর আমি তোমাদেরকে তোমাদের কৃতকর্ম সম্পর্কে অবহিত করব’ (লোক্বমান ৩১/১৫)।

২. রাসূলের আনুগত্য : রাসূলের আনুগত্য করাও ফরয। আল্লাহ বলেন, يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا أَطِيْعُوْا اللهَ وَرَسُوْلَهُ وَلاَ تَوَلَّوْا عَنْهُ وَأَنْتُمْ تَسْمَعُوْنَ- ‘হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য কর এবং (এ বিষয়ে আল্লাহর নির্দেশ) শোনার পর তোমরা মুখ ফিরিয়ে নিয়ো না’ (আনফাল ৮/২০)।, ‘ مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللهَ যে ব্যক্তি রাসূলের আনুগত্য করল, সে আল্লাহর আনুগত্য করল’ (নিসা ৪/৮০)।

৩. আমীরের আনুগত্য আমীরের আনুগত্য করা ওয়াজিব (নিসা ৪/৫৯)। রাসূল (ছাঃ) বলেন, مَنْ أَطَاعَنِى فَقَدْ أَطَاعَ اللهَ وَمَنْ عَصَانِى فَقَدْ عَصَى اللهَ وَمَنْ يُطِعِ الأَمِيْرَ فَقَدْ أَطَاعَنِى وَمَنْ يَعْصِ الأَمِيْرَ فَقَدْ عَصَانِى- ‘যে আমার আনুগত্য করল, সে আল্লাহর আনুগত্য করল। আর যে আমার অবাধ্যতা করল সে আল্লাহর অবাধ্যতা করল। আর যে ব্যক্তি আমীরের আনুগত্য করল সে আমারই আনুগত্য করল, আর যে ব্যক্তি আমীরের অবাধ্যতা করল সে আমারই অবাধ্যতা করল’। বুখারী হা/২৯৫৭, ৭১৩৭; মুসলিম হা/১৮৩৫; মিশকাত হা/৩৬৬১।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন, মুসলমানদের উপর নেতার আদেশ শোনা ও মানা অপরিহার্য কর্তব্য। চাই সে আদেশ তার পছন্দনীয় হোক, আর অপছন্দনীয় হোক। তবে হ্যাঁ, যদি আল্লাহর নাফরমানীমূলক কোন কাজের নির্দেশ হয় তবে সেই নির্দেশ শোনা ও মানার কোন প্রয়োজন নেই। (বুখারী ও মুসলিম) বুখারী ৭১৪৪, মুসলিম ১৮৩৯,

আবদুল্লাহ ইবনু উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত যে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ জেনে রেখো! তোমাদের প্রত্যেকেই একজন দায়িত্বশীল; আর তোমরা প্রত্যেকেই নিজ অধীনস্থদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে। অতএব ইমাম, যিনি জনগণের দায়িত্বশীল তিনি তার অধীনস্থদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবেন। পুরুষ গৃহকর্তা তার পরিবারের দায়িত্বশীল; সে তার অধীনস্থদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে। নারী তার স্বামীর পরিবার, সন্তান-সন্ততির উপর দায়িত্বশীল, সে এসব সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে। কোন ব্যাক্তির দাস স্বীয় মালিকের সম্পদের দায়িত্বশীল; সে এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে। অতএব জেনে রাখ, প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল এবং তোমাদের প্রত্যেকেই নিজ নিজ দায়িত্বাধীন বিষয় সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে। (বুখারী ইসলামী ফাউন্ডেশন ৬৬৫৩)

১. আনুগত্য করা ফরজ,ইহা আল্লাহর নির্দেশ।

আল্লাহ বলেন " হে ঈমানদারগণ!আনুগত্য কর আল্লাহর,আনুগত্য কর রাসূলের এবং সেসব লোকেরও যারা তোমাদের মধ্যে সামগ্রিক দায়িত্বসম্পন্ন,অতঃপর তোমাদের মধ্যে যদি কোন ব্যাপারে মতবিরোধের সৃষ্টি হয় তবে তা আল্লাহর ও রাসূলের দিকে ফিরিয়ে দাও,যদি তোমরা প্রকৃতই আল্লাহ ও পরকালের প্রতি ঈমানদার হয়ে থাক।এটাই সঠিক কর্মনীতি এবং পরিণতির দিক দিয়েও এটাই উত্তম।(সূরা আন নিসাঃ৫৯)। এ তিন ধরণের আনুগত্য হচ্ছে ওয়াজিব। এর মধ্য থেকে কোন একটির আনুগত্য পরিহার করলে মুসলমান ক্ষতির সম্মুখীন হয়।

২. আনুগত্য আল্লাহর ভালোবাসা পাওয়ার উপায়।

হে নবী!আপনি বলে দিন,তোমরা যদি আল্লাহর প্রতি ভালবাসা পোষণ কর তবে আমার আনুগত্য কর,তাহলে আল্লাহ তোমাদের ভালোবাসবেন এবং তোমাদের গুনাহ মাফ করে দেবেন,আল্লাহ পাক ক্ষমাশীল ও দয়ালু।(সূরা আলে ইমরানঃ৩১)

৩. আনুগত্য আল্লাহর নেয়ামত প্রাপ্ত লোকদের সঙ্গী বানায়। -যে ব্যক্তি আল্লাহ ও রাসূলের আনুগত্য করবে সে ঐ সব লোকদের সঙ্গী হবে যাদের প্রতি আল্লাহ নেয়ামত দান করেছেন।(সূরা নিসাঃ৬৯)

৪. আনুগত্য ঈমানের অপরিহার্য দাবি। ঈমানদার লোকদের বক্তব্য তো এই যে,যখন তাদেরকে আল্লাহ ও রাসূলের দিকে ডাকা হবে এজন্য যে,রাসূল (সা)তাদের মামলা মুকাদ্দামার ফায়সালা করে দিবেন,তখন তারা বলে আমরা শুনলাম ও মেনে নিলাম।(সূরা নূরঃ৫১)

৫. আনুগত্য হেদায়াত প্রাপ্তির পূর্বশর্ত। যদি তোমরা রাসূলের আনুগত্য কর তাহলে হেদায়াত প্রাপ্ত হবে।আর রাসূলের দায়িত্ব হল শুধুমাত্র দীনের দাওয়াত সুস্পষ্টভাবে পৌঁছিয়ে দেয়া।(সুরা নুরঃ৫৪)

৬। আনুগত্য হচ্ছে জান্নাত প্রাপ্তির অন্যতম উপায়।

হযরত আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্নিত,রাসূল (সা) বলেছেন-যে ব্যক্তি আমার আনুগত্য করলো সে জান্নাতে প্রবেশ করলো,আর যে ব্যক্তি আমার বিরোধিতা করলো সে আমাকে অস্বীকার করলো।(বুখারী)

আনুগত্যের নিয়ম

১। আনুগত্য হতে হবে মনের ষোলআনা ভক্তি-শ্রদ্ধা,পূর্ণ আন্তরিকতা,নিষ্ঠা ও স্বতঃস্ফূর্ত প্রেরণা সহকারে।

২. কোন প্রকারের কৃত্রিমতা বা দ্বিধা-দ্বন্ধ,সংকোচ-সংশয়ের কোন ছাপ বা পরশ এতে থাকতে পারবেনা।

আল্লাহ বলেন-আপনার রবের কসম!তারা কখনও ঈমানদার হতে পারবেনা যতক্ষণ না তাদের পারস্পরিক ঝগড়া-বিবাদ,মামলা-মুকাদ্দামার ব্যাপারে একমাত্র আপনাকেই ফায়সালা দানকারী হিসেবে গ্রহণ করবে,অতঃপর আপনার দেয়া সিদ্ধান্তের প্রতি তাদের মনে দ্বিধা-সংশয় থাকবেনা এবং ঐ সিদ্ধান্ত সর্বোত্তম উপায়ে মাথা পেতে নেবে।(সূরা আন নিসাঃ৬৫)।

৩. ব্যক্তির পরিবর্তনে কারনে আনুগত্য ব্যবস্থাকে মেনে চলার ক্ষেত্রে কোন প্রকার পরিবর্তন আসতে পারেনা।

এক সময় রাসূলুল্লাহর (সা) নেতৃত্বে চলতে থাকে এবং অন্য সময় হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা) কুরআনের সুরা আলে ইমরানের ১৪৪ নং আয়াত "মুহাম্মদ (সা) একজন রাসূল মাত্র ছিলেন।তাঁর পূর্বে আরো বহু রাসূল অতিক্রান্ত হয়েছেন,যদি তিনি মরে যান বা নিহত হন তাহলে কি আবার তোমরা পিছনের দিকে ফিরে যাবে?" উচ্চারণ করে অগ্রসর হন এবং আন্দোলনের নেতৃত্ব গ্রহন করেন। তারপর হযরত উমরের (রা) ন্যায় কঠোর হৃদয়ের ব্যক্তি নেতৃত্ব লাভ করেন।

৪. দায়িত্বশীল পছন্দ-অপছন্দের উপর আনুগত্য নির্ভর করেনা।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা)বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন,প্রত্যেক মুসলমানদের উপর নেতার আদেশ শোনা ও মানা অপরিহার্য কর্তব্য।চাই সে আদেশ তার পছন্দনীয় হোক,আর অপছন্দনীয় হোক।তবে হ্যাঁ,যদি আল্লাহর নাফরমানীমূলক কোন কাজের নির্দেশ হয় তবে সেই নির্দেশ শোনা মানার কোন প্রয়োজন নেই।(বুখারী ও মুসলিম)

৫. সুদিনে-দুর্দিনে,খুশী-বেজার সকল অবস্থায় আনুগত্য অত্যাবশ্যক।

যরত আবু হুরায়রা (রা) বর্ণিত হাদীসে রাসূল (সা)বলেছেন-সুদিনে ও দুর্দিনে, সন্তুষ্টি ও অসন্তুষ্টিতে এবং তোমার অধিকার খর্ব হওয়ার ক্ষেত্রেও(বা তোমার উপর অন্যকে অগ্রাধিকার দেয়া হলেও)দায়িত্বশীলের নির্দেশ শ্রবন করা ও আনুগত্য করা তোমার জন্য অপরিহার্য।(মুসলিম)

৬. প্রাপ্য অধিকার না পেলেও আনুগত্য করতে হবে।

আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা)থেকে বর্ণিত হাদীসে রাসুল (সা)বলেছেন,আমার পরে তোমরা অধিকার হরণ ও বহু অপছন্দনীয় জিনিসের সম্মুখীন হবে।সাহাবীগন বললেন,হে আল্লাহর রাসূল!আমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি এরূপ পরিস্থিতির সম্মুখীন হবে তার জন্য আপনার নির্দেশ কি?তিনি বলেন,এরূপ অবস্থায় তোমরা তোমাদের নিকট প্রাপ্য দাবি যথারীতি পরিশোধ করবে এবং তোমাদের প্রাপ্য আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করবে।(বুখারী ও মুসলিম)

৭. নেতার মধ্যে অপ্রীতিকর কিছু দেখলে ধৈর্য্য ধারণ করতে হবে

ইবনে আব্বাস বর্নিত হাদীসে রাসূল (সা) বলেছেন,তোমাদের কেউ যদি তার নেতার মধ্যে কোন রূপ অপ্রীতিকর বিষয় লক্ষ্য করে,তাহলে সে যেন ধৈর্য্য ধারণ করে।কারণ যে ইসলামী রাষ্টশক্তি থেকে এক বিঘত পরিমান দূরে সরে যায়,সে জাহিলিয়াতের মৃত্যুবরণ করে।(বুখারী ও মুসলিম)

আনুগত্যের ক্ষেত্রে বর্জনীয়

১। খিটখিটে মেজাজ পরিত্যাগ করা

২। তর্ক-বিতর্ক পরিহার করা

আনুগত্যের সীমা

১। সৎ কাজে আনুগত্য,অসৎ কাজে নয়

২। সীমালঙ্ঘন মূলক কাজে আনুগত্য না করা ।রাসূল (সা) বলেছেন-স্রষ্টার অবাধ্য হয়ে সৃষ্টির আনুগত্য করা যাবেনা।(বুখারী)

৩। দায়িত্বশীল সরাসরি কুরআন সুন্নাহর বাহিরে না যাওয়া পর্যন্ত আনুগত্য লঙ্ঘন করা যাবেনা

‘আলী (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: একদা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জনৈক আনসারী সাহাবীকে আমীর বানিয়ে একটি সেনাদল পাঠান এবং তাদেরকে তাদের আমীরের যাবতীয় কথা শুনতে ও তাঁর আনুগত্য করতে আদেশ করেন। পথিমধ্যে তারা উক্ত আমীরকে কোন এক ব্যাপারে রাগিয়ে তুললে তিনি তাদেরকে আদেশ করলেন যে, তোমরা আমার জন্য কিছু জ্বালানি কাঠ একত্রিত করো। তখন তারা তাই করলো। আমীর সাহেব তাদেরকে সেগুলোতে আগুন ধরাতে বললেও তারা তাই করলো। অতঃপর তিনি তাদেরকে বললেন: রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি তোমাদেরকে আমার যাবতীয় কথা শুনতে ও আমার আনুগত্য করতে আদেশ করেননি? তারা সকলেই বললো: অবশ্যই। আমীর বললেন: তা হলে তোমরা আগুনে প্রবেশ করো। তখন তারা একে অপরের চেহারা চাওয়া-চাওয়ি শুরু করলো। তারা বললো: আমরা তো রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট ছুটেই আসলাম আগুন থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্যে। এভাবেই কিছু সময় কেটে গেলো। ইতোমধ্যে তাঁর রাগ নেমে গেলো এবং আগুন নিভিয়ে দেয়া হলো। তারা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট ফিরে এসে তাঁকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন:‘‘যদি তারা তাতে (আগুনে) প্রবেশ করতো তা হলে তারা আর সেখান থেকে বের হতে পারতো না। নিশ্চয়ই আনুগত্য হচ্ছে (কুর‘আন ও হাদীস সম্মত) সৎ কাজেই’’। (বুখারী ৭১৪৫; মুসলিম ১৮৪০)

“তোমাদের উপর এমন আমীর নিয়োগ করা হবে যাদের কিছু কর্মকান্ড হবে মেনে নেয়ার মতো আর কিছু মেনে নেয়ার মতো নয়। সুতরাং যা মেনে নেয়ার মতো নয় তা কেউ অপছন্দ করলে সে দায়মুক্ত হলো। আর যে তা মেনে নিলো না সে নির্ভেজাল থাকলো। আর যে তাতে তার সন্তুষ্টি প্রকাশ করলো এবং তার অনুসরণ করলো সেই হবে নিশ্চিত দোষী”। (মুসলিম ১৮৫৪)

আনুগত্য না করার কারণ কি বা কিসে আনুগত্য নষ্ট করে?

১। আখেরাতের জবাবদিহির অনুভুতির অভাব এবং আখেরাতের জীবনের তুলনায় দুনিয়ার জীবনকে প্রাধান্য দেয়ার মনোভাবই আনুগত্যহীনতার প্রধানতম কারণ।

২। গর্ব,অহংকার,আত্মপূজা ও আত্মম্ভরিতা।

৩। হিংসা-বিদ্বেষ করা।

৪।হৃদয়ের বক্রতা যা সাধারনতঃ সৃষ্টি হয়ে থাকে দায়িত্ব এড়ানোর কৌশলস্বরূপ

৫। মতামতের কুরবানী করতে না পারা।

৬। নিজেকে অতীব যোগ্য মনে করা

আনুগত্যহীনতার পরিনাম

১. কিয়ামতের দিন আত্মপক্ষ সমর্থনের কোন দলীল থাকবেনা।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা)রাসূলে পাক (সা)থেকে বর্ননা করেছেন, তিনি বলেন, যে ব্যক্তি আনুগত্য থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় কিংবা আনুগত্যের বন্ধন থেকে হাত খুলে নেয় সে কেয়ামতের দিন আল্লাহর সাথে এমন অবস্থায় সাক্ষাত করবে যে,(নিজেকে ন্যায় সঙ্গত প্রমান করার জন্য)নিজের আত্মপক্ষ সমর্থনে তার বলার কিছুই থাকবেনা।আর যে ব্যক্তি বাইয়াত ছাড়া মারা যাবে তার মৃত্যু হবে জাহেলিয়াতের মৃত্যু।(মুসলিম)।

২. আনুগর্ত্য প্রদর্শনে ব্যর্থ হলে হেদায়েত লাভের আল্লাহ প্রদত্ত তৌফিক থেকে বঞ্চিত হওয়ার আশঙ্কা থাকে।

আল্লাহ বলেন,“যদি তোমরা রাসূলের আনুগত্য কর,তাহলে হেদায়াত প্রাপ্ত হবে।আর আমার রাসূলের দায়িত্ব তো শুধুমাত্র দীনের দাওয়াত সুস্পষ্টভাবে পৌঁছিয়ে দেয়া”।(সূরা আন নূরঃ৫৪)

৩. আনুগত্যহীনতা সমস্ত নেক আমলকে বরবাদ করে দেয়।

আল কোরআন ঘোষনা করেছে,“হে ঈমানদারগন!তোমরা আল্লাহর আনুগত্য কর এবং রাসূলের অনুসরণ কর আর নিজেদের আমল বিনষ্ট করোনা”।(সূরা মুহাম্মদঃ৩৩)।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, ««أَكْمَلُ الْمُؤْمِنِينَ إِيمَانًا، أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا، وَخِيَارُهُمْ خِيَارُهُمْ لِنِسَائِهِمْ
“তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে পরিপূর্ণ মুমিন ঐ ব্যক্তি, যে তোমাদের মধ্যে উত্তম চরিত্রবান এবং তার পরিবারের প্রতি দয়াবান।” মুসনাদে আহমদ, হাদীস নং ৭৪০২।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও করেন, তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে ভালো ঐ ব্যক্তি, যে তার পরিবারের কাছে ভালো। আর আমি আমার পরিবারের জন্য তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে উত্তম ব্যক্তি”। ইবন মাজাহ ও হাকেম।

যে মহিলা পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়বে, রমযানের রোযা রাখবে, লজ্জাস্থানের হেফাজত করবে এবং স্বামীর আনুগত্য করবে তাকে বলা হবে, তুমি জান্নাতের যে কোনো দরজা দিয়ে ইচ্ছা প্রবেশ কর। -মুসনাদে আহমাদ, হাদীস ১৬৬১; মুসনাদে বায্যার, হাদীস ৭৪৮০; সহীহ ইবনে হিব্বান, হাদীস ৪১৬৩

মু’মিনগণ, যদি তোমরা আল্লাহ ও আখিরাতে বিশ্বাস কর, তবে আল্লাহর আনুগত্য কর, রাসূলের আনুগত্য কর এবং তাদের, যারা তোমাদের মধ্যে কর্তৃত্বের অধিকারী। কোন বিষয়ে তোমাদের মধ্যে মতভেদ ঘটলে, তা আল্লাহ ও রাসূলের কাছে উপস্থিত কর । এটাই শ্রেয় এবং পরিণাম এটাই প্রকৃষ্টতর ।”[সূরা নিসা ,৪:৫৯]

কুরআন কারীমে মুমিনদেরকে লক্ষ করে বলা হয়েছে—

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَ رَسُوْلَهٗ وَ لَا تَوَلَّوْا عَنْهُ وَ اَنْتُمْ تَسْمَعُوْنَ وَ لَا تَكُوْنُوْا كَالَّذِيْنَ قَالُوْا سَمِعْنَا وَ هُمْ لَا يَسْمَعُوْنَ.

হে মুমিনগণ! আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য কর এবং এর থেকে (অর্থাৎ আনুগত্য থেকে) মুখ ফিরিয়ে নিয়ো না, যখন তোমরা (আল্লাহ ও রাসূলের নির্দেশাবলি) শুনছ। তাদের মতো হয়ো না, যারা বলে, আমরা শুনলাম; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তারা শোনে না। —সূরা আনফাল (৮) : ২০

<u>আনুগত্য নেতৃত্বের, ব্যক্তির নয়:</u>

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلاَّ رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ وَمَن يَنقَلِبْ عَلَى عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللّهُ الشَّاكِرِينَ

অর্থঃ মুহাম্মাদ একজন রাসূল বৈ তো আর কিছুই নয়। তার আগে আরো অনেক রাসূলও চলে গেছেন। যদি তিনি মারা যান বা নিহত হন, তাহলে কি পেছনের দিকে ফিরে যাবে? মনে রেখো, যে পেছনের দিকে ফিরে যাবে সে আল্লাহর কোন ক্ষতি করবে না, তবে যারা আল্লাহর কৃতজ্ঞ বান্দা হয়ে থাকবে তাদেরকে তিনি পুরস্কৃত করবেন। সূরা আলে ইমরান: ১৪৪

আনুগত্যের নমুনাঃ ১

খায়বারের যুদ্ধের ঘটনা। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবীদের নিয়ে যুদ্ধে ছিলেন। একজন এসে জানাল, মানুষ গাধার গোশত খাচ্ছে। তিনি একজনকে এই ঘোষণা করতে বললেন, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল তোমাদেরকে গৃহপালিত গাধার গোশত খেতে নিষেধ করেছেন। তোমরা তা খেয়ো না, ফেলে দাও। তা অপবিত্র।

এ ঘোষণা শুনে ডেগচিগুলো উপুড় করে দেওয়া হল অথচ তাতে গোশত টগবগ করছিল। -সহীহ বুখারী, হাদীস ৪১৯৯, ৪২২১, ৫৫২৮

এখানে আমরা নবীজীর প্রতি সাহাবীদের আনুগত্যের দুটি বৈশিষ্ট্য দেখলাম :

ক. নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গৃহপালিত গাধার গোশত নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন। সাহাবীগণ যে মাত্র ঘোষণা শুনেছেন সঙ্গে সঙ্গে তা থেকে নিবৃত্ত হয়ে গেছেন। অথচ গোশত রান্না হয়ে গিয়েছিল এবং তাঁরা যুদ্ধের ময়দানে ছিলেন। তার পরও নবীজীর নির্দেশ মানতে কালবিলম্ব করেননি। এ চিন্তা করেননি যে, আচ্ছা! নিষেধাজ্ঞা যেহেতু মাত্র শুনেছি এবং তা শোনার আগেই আমরা রান্না করে ফেলেছি, তাছাড়া আমরা রণাঙ্গনে আছি, তাই আজকের মত খেয়ে নিই। সামনে থেকে আর খাব না।

খ. তাঁরা নবীজীর নির্দেশ যথাযথভাবে পালন করেছেন। গৃহপালিত গাধার গোশত খাওয়া থেকেও নিবৃত্ত হয়েছেন এবং ডেগচিও উপুড় করে দিয়েছেন।

আনুগত্যের নমুনাঃ ২

একদিন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবুল হায়ছাম রা.-কে জিজ্ঞাসা করলেন, তোমার কি কোনো খাদেম আছে?
তিনি বললেন, জী না।
নবীজী বললেন, আমার কাছে যুদ্ধবন্দী এলে তুমি এসো।
এরপর নবীজীর কাছে দুইজন যুদ্ধবন্দী এল। আবুল হায়ছাম রা. নবীজীর কাছে গেলেন।
নবীজী বললেন, দুইজনের মধ্যে যাকে তোমার পছন্দ হয় নিয়ে নাও।
তিনি বললেন, হে আল্লাহর নবী, আপনি পছন্দ করে দিন।
নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একজনের দিকে ইশারা করে বললেন, তাকে নিয়ে যাও, আমি তাকে নামায পড়তে দেখেছি আর তুমি তার সাথে সুন্দর ব্যবহার করো।
গোলাম নিয়ে আবুল হায়ছাম রা. বাড়ি গেলেন এবং স্ত্রীকে নবীজীর ওসিয়ত সম্পর্কে অবহিত করলেন।
স্ত্রী বললেন- مَا أَنْتَ بِبَالِغٍ مَا قَالَ فِيهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلاَّ أَنْ تُعْتِقَهُ.
নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গোলামের ব্যাপারে যে ওসিয়ত করেছেন তা পালন করার একমাত্র পথ হল তাকে আযাদ করে দেওয়া।
আবুল হায়ছাম রা. বললেন- فَهُوَ عَتِيقٌ. তাহলে সে আযাদ। -জামে তিরমিযী, হাদীস ২৩৬৯

নবীজী আবুল হায়ছাম রা.-কে গোলামের সাথে সদাচারের ওসিয়ত করেছেন, আযাদ করতে বলেননি। কিন্তু তাঁর বুদ্ধিমতী স্ত্রী চিন্তা করেছেন, গোলাম আমাদের মালিকানায় থাকলে হয়তো আমরা তার সাথে যথাযথ সুন্দর আচরণ করতে পারব না। নবীজীর ওসিয়ত সুচারুরূপে পালন করার একমাত্র পথ হল তাকে আযাদ করে দেওয়া। এ কথা শুনে আবুল হায়ছাম রা. আর দেরি করলেন না, সঙ্গে সঙ্গে তাকে আযাদ করে দিলেন। সাহাবীদের বৈশিষ্ট্য এটাই- তাঁরা নবীজীর নির্দেশ অনুযায়ী উত্তমভাবে আমল করতেন।

Sisters' Forum In Islam